সমকাল

15 JAN 2015

মেডিকেল কলেজ বান্দরবানে স্থানান্তরের আলোচনা

সরেজমিন

রাঙামাটিতে আতঙ্ক কাটেনি

■ রাজীব নূর ও সত্রং চাকমা, *রাঙামাটি থেকে*

রাঙামাটি শহরের কলেজ গেট এলাকায় নামতেই ছোটখাটো একটি হাট। গতকাল বুধবার সকাল ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত ওই হাটে মাত্র কয়েকজন মাছ ও সবজি বিক্রেতার দেখা মিলল। ক্রেতার উপস্থিতি নিতান্তই হাতেগোনা। বিক্রেতা সবাই বাঙালি। তবে বাঙালির পাশাপাশি কয়েকজন পাহাড়ি নারী-পুরুষও ছিলেন ক্রেতা। এলাকাবাসী জানালেন, এটা খুবই অস্বাভাবিক ঘটনা। রাঙামাটি শহরে প্রতি বুধবার যে চারটি হাট বসে তার মধ্যে কলেজ গেট হাট অন্যতম। এ ছাড়া প্রতিদিনই এখানে হাট বসে। তবে হাটবারে কলেজ গেটের সামনে থেকে শুরু করে রাস্তার দু'পাশে ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড় উপচে পড়ে।

১০ জানুয়ারি রাঙামাটিতে মেডিকেল কলেজ উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে জাতিগত সহিংসতার পর কারফিউ ও ১৪৪ ধারা জারির কারণে টানা ৪ দিন কার্যত শহরটি অচল ছিল। মঙ্গলবার সকাল ৭টা পর্যন্ত প্রায় ২৮ ঘণ্টা কারফিউ ছিল। ১৪৪ ধারা ছিল গতকাল দুপুর ১২টা পর্যন্ত। ১২টার দিকে জেলা প্রশাসন মাইকিং করে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

মেডিকেল কলেজ বান্দরবানে স্থানান্তরের

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

করে। তবে সভা-সমাবেশ করার আগে জেলা ও পুলিশ প্রশাসনের অনুমোদন নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আতঙ্ক কাটেনি শহরবাসীর। পাহাড়ি-বাঙালি নির্বিশেষে রাঙামাটি শহরের অনেকেই ভয় থেকে মুক্ত হতে না পারার কথা একবাক্যে স্বীকার করেছেন। উন্নয়ন কর্মী ও একটি প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতা সৈকত রঞ্জন চৌধুরী সমকালকে বলেন, রাঙামাটিসহ তিন পার্বত্য জেলায় আগেও অনেক সহিংসতা ঘটেছে; কিন্তু একসঙ্গে শহরজুড়ে এমন তাণ্ডবের নজির খুব বেশি নেই। ২০১২ সালের ২২ সেপ্টেম্বর এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল। এখন প্রবণতাটি বাড়ছে। যে কোনো উছিলায় কিছু মানুষ পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিগত সংঘাত সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। তার মতে, ১০ জানুয়ারির ঘটনায় শেষ পর্যন্ত প্রশাসন উদ্যোগী হওয়ায় প্রাণহানি এড়ানো গেছে। তবে উদ্যোগটি সকালেই নেওয়া হলে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি হতো না। আগে এমন ঘটনায় বাঙালিরাই বেশি আক্রমণাত্মক হতো। এবার পাল্টা অবস্থান নিয়েছে আদিবাসীরাও।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র পরিষদের সভাপতি জ্যোতিষ্মান চাকমা সমকালকে বলেন, আমরা শুরু থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত পার্বত্য এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা স্থগিত রাখার দাবি জানিয়ে আসছি। দাবির সপক্ষে ১০ জানুয়ারি অবরোধ কর্মসূচি পালন করছিলাম। সেখানে প্রথমে ছাত্রলীগ ও যুবলীগ হামলা চালায়। পরে এটাকে জাতিগত সংঘাতে রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়। আদিবাসীদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হওয়ার অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটা ঠিক নয়, আমরা এবারও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছি।

রাঙামাটির সাংসদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ঊষাতন তালুকদার বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না হলে পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে। চুক্তির শর্তানুযায়ী আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদের অনুমোদন ছাড়া পার্বত্য এলাকায় কোনো উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া যাবে না। তিনি রাঙামাটিতে মেডিকেল কলেজ, ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে 'মেঘ না চাইতে বৃষ্টি দান' হিসেবে অভিহিত করে বলেন, এ দুটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিয়ে পাহাড়ের মানুষের কী লাভ হবে? যেখানে প্রাথমিক শিক্ষাই নিশ্চিত করা যায়নি, সেখানে মেডিকেল ও বিশ্ববিদ্যালয় করতে গিয়ে আবারও উদ্বাস্তু করা হবে পাহাড়িদের।

এ পরিস্থিতিতে রাঙামাটি থেকে বান্দরবানে মেডিকেল কলেজ স্থানান্তরের আলোচনা শুরু হয়েছে। ১২ জানুয়ারি বান্দরবান জেলা প্রশাসক মিজানুল হক চৌধুরী সেখানকার সুধীজনদের সঙ্গে এ ব্যাপারে মতবিনিময় করেছেন। পরে সাংবাদিকদের বিষয়টি নিশ্চিত করে তিনি বলেন, এ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর, বান্দরবান জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ক্য শৈ হাসহ জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে তার কথা হয়েছে। সবাই প্রয়োজনে বান্দরবানে মেডিকেল কলেজ স্থাপনে সম্মতি দিয়েছেন।

রাঙামাটির জেলা প্রশাসক শামসুল আরেফিন জানান, বান্দরবানে মেডিকেল কলেজ স্থানান্তরের প্রস্তাব ওঠার কথা তিনি শুনেছেন। তবে তার কাছে কোনো নির্দেশনা আসেনি। তাই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার কোনো সুযোগ নেই।

তিন পার্বত্য জেলার সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাংসদ ও রাঙামাটি জেলা মহিলা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ফিরোজা বেগম চিনু সমকালকে বলেন, চাপের মুখে রাঙামাটি থেকে মেডিকেল কলেজ স্থানান্তর করাটা হবে গণতান্ত্রিক শক্তির পরাজয়ের শামিল। রাঙামাটির বেশিরভাগ মানুষ এখানে মেডিকেল কলেজ চান, একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল এর বিরোধিতা করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা সভাপতি সাধুরাম ত্রিপুরা মিল্টন বলেন, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন ও ভূমি সমস্যা সমাধানের আগে তিন পার্বত্য জেলার কোথাও বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ চান না পাহাড়িরা। আদিবাসীদের না জানিয়ে বান্দরবান জেলা প্রশাসক বান্দরবানে মেডিকেল কলেজ স্থানান্তরের যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তা খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার নামে পার্বত্য এলাকায় বাঙালি অনুপ্রবেশ ঘটানোর নয়া কৌশল নিয়েছে সরকার। তাই যে কোনো মূল্যে বান্দরবানে এই দুটি প্রতিষ্ঠান স্থানান্তরের চেষ্টা প্রতিহত করা হবে।

এ অবস্থায় রাঙামাটিতে পাহাড়িদের ওপর আক্রমণে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক কমিশন। গতকাল কমিশনের কো-চেয়ার এরিক এভিব্যুরি, সুলতানা কামাল ও এলসা স্ট্যামাতোপৌলোর এক বিবৃতিতে এ উদ্বেগ জানানো হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, পাহাড়ে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ফিরিয়ে আনতে চুক্তির অবাস্তবায়িত মৌলিক অংশগুলোর দ্রুত বাস্তবায়নে সরকারকে আরও আন্তরিক হতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সব সমস্যার মূলেই রয়েছে পাহাড়িদের ভূমি অধিকার হরণ সম্পর্কিত পুঞ্জীভূত সমস্যাটি। মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার বিষয়টিও আলাদা কিছু নয়। শান্তি চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে যে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণের আগে আঞ্চলিক পরিষদের সঙ্গে সরকারের আলোচনার শর্ত থাকলেও তা অনুসরণ হয়নি।